দৈনিক বাংলার

তারিখ 10 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

37

রঘুনাথপুর হাই স্কুলের সমস্যা

রঘুনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়টি ফেনী জেলাধীন দাগনভূইয়া উপজেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে দরিদ্র ও যোগাযোগ বহির্ভূত এলাকায় অবস্থিত। ১৯৬৪ সনে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়টি নিভৃত পল্লীর অশিক্ষিত জনগণের ছেলে মেয়েদের মধ্যে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে মাধ্যমিক শিক্ষার আলো দান করে আসছে। ১৯৬৪ সনে জনগণের সাহায্যের অর্থে অদক্ষ কারিগর কর্তৃক ইট দ্বারা নির্মিত বিদ্যালয়ের মূল ভবনটির বর্তমান জরাজীর্ণ অবস্থা খুবই আশংকাজনক। বর্ষাকালে ঘরে বসেও ছাদ চুয়ানো পানি থেকে মাথা বাঁচানোর উপায় থাকে না। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইতিপূর্বে বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করিয়াছেন। কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ। দাগনভূইয়া উপজেলার উপ-সহকারী প্রকৌশলী বিদ্যালয় ভবনের ছাদ ভেঙ্গে নতুনভাবে ছাদ তৈরীর পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ কাজের ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার ব্যয় ভার বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। এ অবস্থায় প্রধান শিক্ষক উপজেলা প্রকৌশলীর ইস্টিমেট সহযোগে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর বরাবরে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন। কর্তৃপক্ষ উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এটাই সকলের ঐকান্তিক কামনা।

প্রধান শিক্ষক
রঘুনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়
দাগনভূইয়া, ফেনী।

জনমত

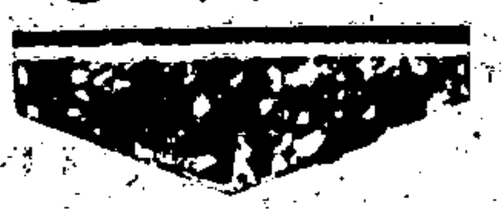

রাজশাহী ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ সমীপে

আমরা উলিপুর সরকারী ডিগ্রী কলেজের ছাত্র এবং ১৯৮৭ ইং সনে অনুষ্ঠিত বিএ (পাস) পরীক্ষা আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উলিপুর সরকারী ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্র থেকে দিয়েছি। পত্রিকা মারফত আমরা জানতে পারলাম যে উলিপুরসহ আরও সাতটি কলেজের ফলাফল স্থগিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পরীক্ষা গ্রহণের পরে পরে কেন্দ্র বাতিল না করে কেন দশ মাস পরে রেজাল্টের সময় পরীক্ষা বাতিল করা হলো? যদি পরীক্ষা কেন্দ্রের সকল পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের থাকতো তা হলে বিজ্ঞান গ্রুপের ব্যবহারিক পরীক্ষাসহ অন্যান্য গ্রুপের বাকী পরীক্ষাগুলোই বা কেন নেয়া হলো?

তাছাড়া কয়েকজন উচ্ছৃংখল ছাত্রের অন্যায় আচরণের জন্য আমরা নিয়মিত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা কেন শাস্তি ভোগ করবো? এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে আপত্তিকর আচরণের জন্য দায়ী ছাত্রদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা চিহ্নিত করতে পারলেন না কেন?

বস্তুত অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে ঢালাওভাবে সব পরীক্ষা বাতিল করা মোটেই যুক্তিযুক্ত হয়নি। এই গরীব দেশের অভিভাবকগণ বহুকষ্ট করে তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খরচ চালান। তার পরেও যদি তাদের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা নিয়ে এরূপ ছিনিমিনি খেলা হয়—তাহলে তাদের দুঃখ রাখার কোন ঠাঁই থাকবে না এবং তাদের ছেলেমেয়ে তথা ছাত্রছাত্রীদের জীবনেও নেমে আসবে চরম হতাশা একথা বলাই বাহুল্য।

পরিশেষে, আমরা সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা বলতে চাই যে কলেজ অঙ্গনের বাইরে, পথে, মাঠে কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকলেও সাধারণ পরীক্ষার্থীরা এ জন্য দায়ী বা অভিযুক্ত হতে পারে না। সুতরাং এ বিষয়ে সঠিক তদন্ত করে উলিপুরসহ অন্যান্য বাতিলকৃত কেন্দ্রগুলোর পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হোক এবং বাতিলকৃত কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের ও দুষ্কৃতকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হোক—বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এটাই আমাদের আকুল প্রার্থনা।

—মোঃ শফিকুল ইসলাম, শ্রী সঞ্জয় কুমার সরকার, ও দিলীপ কুমার পোদ্দার উলিপুর সরকারী ডিগ্রী কলেজ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।